দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 04 OCT 1995
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

দুইটি সরকারী কলেজে নানা সমস্যা

মাগুরা ও আড়াই হাজার সরকারী কলেজে নানা সমস্যা বিরাজমান। প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নাই। সংস্কার হয় নাই বহুদিন যাবৎ। কোন কোন শিক্ষক ক্লাসের পড়াশুনার দায়িত্ব অবহেলা করিয়া প্রাইভেটে ব্যস্ত থাকেন বলিয়া অভিযোগ আছে। খবর ইত্তেফাকের দুইজন সংবাদদাতার।

মাগুরা: স্থানীয় সরকারী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মহাবিদ্যালয়ে ২৫ জন শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন শূন্য রহিয়াছে। জানা যায়, বিজ্ঞান বিভাগে ১৫ জন; মানবিক বিভাগে ৯ জন এবং কমার্স বিভাগে ৩ জন শিক্ষক

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

২টি সরকারী কলেজে

(৩য় পৃঃ পর)

নাই। এদিকে শিক্ষকের অভাবে সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় নিয়মিত ব্যাঘাত ঘটিতেছে। বিজ্ঞান বিভাগে কর্মরত একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে টাকার বিনিময়ে প্রাইভেট পড়ানোর অভিযোগ উঠিয়াছে। তিনি ক্লাসে শিক্ষাদানে অবহেলা করেন, বৈষম্যমূলক আচরণ করেন। কলেজ অধ্যক্ষ অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করেন। মানবিক বিভাগে ইংরাজী ছাড়া সকল বিষয়ের শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে। বিজ্ঞান শাখার অবস্থা খুবই করুণ। এই কলেজে কোন অডিটোরিয়াম নাই। চিত্তবিনোদন বা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থাও নাই। একটি পাঠাগার থাকিলেও কর্মচারী নেই।

কলেজের নিজস্ব জমির পরিমাণ ৮ একর ৭০ শতক। কিন্তু কোন বাউণ্ডারী দেওয়াল নাই। কলেজ প্রাঙ্গণের খেলার মাঠে গরু-ছাগলের বিচরণ ক্ষেত্র হইয়া দাড়াইয়াছে। নৈশ প্রহরী ও দারোয়ানের কোন পদ নাই। অধ্যক্ষ জানান শিক্ষকের অভাবে কলেজে অনার্স খোলার চেষ্টাও ব্যাহত হইতেছে।

গোপালদী বাজার (নারায়নগঞ্জ): আড়াই হাজার সরকারী সফর আলী কলেজে ছাত্র-ছ-ত্রীদের সংখ্যা প্রায় ১৩ শত। কিন্তু ক্লাস রুমে ছাত্র-ছাত্রীদের বসার স্থান হয় না। অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে দাঁড়াইয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। কোন কোন সময় গাছ তলায়ও ক্লাস বসান হয়। এই কলেজে কোন কমন রুম নাই। অধ্যক্ষ ও শিক্ষকসহ মোট ২০জন শিক্ষক থাকিলেও তাহাদের নানা অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। কলেজ ভবনের সম্প্রসারণ প্রয়োজন। বিভিন্ন বিভাগে আরো ২০ জন শিক্ষক দরকার বলিয়া সংশ্লিষ্ট মহল জানাইয়াছেন। কলেজ ভবনের ছাদে ফাটল ধরিয়াছে। কিন্তু মেরামতের উদ্যোগ নাই। যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে।